২৬/৭/২০০৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ফেল করা কলেজগুলোর কি হবে

এবার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় দেশের এক হাজারের বেশি কলেজের ৩৩টি কলেজ শোচনীয়ভাবে 'ফেল' করেছে। এসব কলেজ থেকে এবারের পরীক্ষায় একজনও নি।

লেজগুলো ফেল করারও রকমফের আছে। পত্রান্তরে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জয়পুরহ লবাড়ি এম এম কলেজ থেকে ৮শ ২ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের একজনও নি। দেশের কোন একটি কলেজ থেকে ৮শ জন পরীক্ষার্থীর একজনও পাস না করা সংখ্যা পন্থী। এই কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় গলদ আছে। তবে বিশেষ কোন কারণে সবাইকে ফেল ক অথবা তাদের ফলাফল 'স্থগিত' থাকলে আলাদা কথা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে মংগল এম কলেজের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। এ ধরনের কলেজ বন্ধ করে না দিলে শত শত ছাত্র গজীবন মাটি হবে।

ারেকটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা হলো, দেশের ২২টি কলেজ থেকে মাত্র একজন করে পরীক্ষার্থী পরী গ্রহণ করেছিল। তাদের সবাই ফেল করেছে। যেসব কলেজ থেকে একজনের বেশি পরীক্ষা না, সেগুলোর কি টিকে থাকার অধিকার আছে? এসব কলেজ তুলে দিলে ক্ষতির পরিমাণ ন দিন আগে খবর পাওয়া গেল, অনেক মাদ্রাসা থেকে কোন পরীক্ষার্থীই নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি কয়েকটি মাদ্রাসা থেকে কেউই পাস করেনি। কিন্তু এগুলো তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে নি।

কান কলেজ বা মাদ্রাসা থেকে কেউই পাস না করার ঘটনা নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে এ আসছে। আশ্চর্যজনক হলো, এগুলো এখনও টিকে আছে, সরকারের অনুদান পাচ্ছে এবং শিক্ষ দর সরকারি অংশের বেতন পাচ্ছেন। শিক্ষকরা অবশ্য বলবেন, ছাত্রছাত্রীরা পাস না করলে ত করার আছে। তারা তো তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ব্যাপারটা কি অতই সহজ।

যসব কলেজ শোচনীয়ভাবে অতীতে 'ফেল' করেছিল, সেসব কলেজের অনুমোদন বাতিল ক্ষকদের সরকারি অংশের বেতন বন্ধ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল শিক্ষা বোর্ড ও দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছিল; কিন্তু সেগুলো কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। কোন কলেজ 'ফেল' ক অনুমোদন বাতিল করাটা অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ। যে কাজটা করা উচিত তা হলো, জকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়া এবং এক বা দু'বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করতে না প মোদন বাতিল করে সব ধরনের টাকা-পয়সা বন্ধ করার কথা আগেভাবেই বলে দেয়া। পরিবি ত না হলে চরম পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করাটা ঠিক হবে না।

দেশের অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে। হাজার হ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। টোপ দেয়া হয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সর শের বেতন শুরু হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সদিচ্ছা অনেকের ছিল না, অথবা সুযোগ-সুি না। একবার বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় পাস করলে নতুন কলেজ স্থাপনের সু হয়। সরকারও তা মেনে নেয়; কিন্তু পরের বছর থেকেই শুরু হয় উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী পাওয়ার সম কথিত কলেজগুলোর দুরবস্থার এটাও একটা কারণ।

কেউ পাস না করা কলেজগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই মহিলা কলেজ। মহিলা কলেজের অনু য়া সহজ বলে ধারণা করা হয় বলে হয়তো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করেই মহিলা কলেজ চালু